দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 30 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ছাত্রছাত্রী ভর্তি সমস্যা

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার আগেই দেশের স্কুলগুলোতে শুরু হয়েছে ভর্তি কার্যক্রম। প্রতিবছরই এই সময়ে শিক্ষাবর্ষ অনুসারে সরকারী-বেসরকারী স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিয়ে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও অভিভাবকরা যারপরনেই ভোগান্তি ও সমস্যার মধ্যে পড়েছেন বলে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, প্রতিবছরই দেশের বুকে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সেই তুলনায় স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে না। স্কুলের সংখ্যা বাড়লেও ভাল শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকার দরুন অভিভাবকগণ অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং নামকরা স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েকে ভর্তি করার উদ্দেশ্য বিস্তর প্রচেষ্টা এবং প্রয়োজনে ডোনেশনও দিয়ে থাকেন। ফলে ভর্তি সমস্যা প্রতিবছরই প্রকট আকার ধারণ করে।

এখানে বলা দরকার যে, প্রতিবছরই রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্নস্থানে শহরাঞ্চলে বেসরকারী উদ্যোগে কিন্ডারগার্টেন পর্যায়ে স্কুল এক রকম ব্যাপক আকারেই গড়ে উঠছে। ঢাকা নগরীতেও প্রতিবছর এমনি করে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় কিন্ডারগার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হচ্ছে। তথাপি প্রতিবছরই শিক্ষা বর্ষ শুরুর প্রাক্কালেই ভর্তি সমস্যা এত প্রকট হয়ে পড়ে যে, অভিভাবকদের এ নিয়ে হয়রানি-দুর্ভোগ পোহাতে হয়। গত কয়েক বছর থেকে সরকারী স্কুলগুলোতে দুই শিফট চালু করার পরও দেশের এই ভর্তি সমস্যা দূর হয়নি।

এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ উন্নতমানের এবং নামকরা স্কুলগুলো গত কয়েক বছর থেকে 'ডোনেশন' নামের এক ধরনের উৎকোচ গ্রহণের পদ্ধতি শুরু করেছে। এই 'ডোনেশন' বা অনুদান রাজধানীর প্রধান প্রধান নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আদায় করেও ভর্তিচ্ছু ছেলেমেয়েদের অভিভাবকদের মিটাতে পারছে না। বিভিন্ন নামকরা স্কুল তাদের সুনামের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য কেজি থেকে শুরু করে প্রথম শ্রেণীর ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীর মাথাপিছু ২৫ হাজার, ২০ হাজার এবং ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অনুদান আদায় করে থাকে।

বলতে গেলে এখন দেশের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থ ও বিত্তবান ছাড়া কারও ছেলেমেয়েকে ভাল বা নামকরা স্কুলগুলোতে ভর্তি করতে পারবে না। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই ব্যবস্থাই পাকাপোক্তভাবে দেশে চালু হতে যাচ্ছে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছে।

পক্ষান্তরে দেশে আর একটি চিত্রও বর্তমান আছে। আর এই চিত্রটি অতীব মর্মান্তিক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করলেও এক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলোদয় ঘটছে না। প্রতিবছরই প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ঝরে যাচ্ছে।

তাই শিক্ষা ব্যবস্থা শহরকেন্দ্রিক এবং অর্থনির্ভর হয়ে পড়ছে। মূল সমস্যা অর্থনৈতিক। গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ছে বলে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কার্যক্রমেও সেখানে শিক্ষার্থী মিলছে না। আবার শহরে বিত্তবান অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের অনুদানের বিনিময়েও ভাল স্কুলগুলোতে ভর্তি করতে পারছে না। এই সমস্যার কারণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেমন বৈষম্য দেখা দিয়েছে, তেমনি মানের দিক দিয়েও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে।

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বস্তরে অনিয়ন্ত্রিতভাবে কিন্ডারগার্টেন বা ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল গজাচ্ছে। আমরা এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার বিপক্ষে নই। দেশে সরকারীভাবে অথবা বেসরকারী উদ্যোগে যত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ততই ভাল। কিন্তু এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ে এবং পাঠ্যক্রমের পদ্ধতি নিয়ে বলার অবকাশ আছে। সরকারীভাবে এ সকল স্কুলের ওপর অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ রাখা আবশ্যক। সকল ধরনের কিন্ডারগার্টেন এবং ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলের জন্য পাঠ্যক্রমও সরকারীভাবে অনুমোদিত হওয়া দরকার।

এটা না হলে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন ধারাবাহিকতা এবং সমন্বয় থাকবে না বলে আমরা মনে করি। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা এমনিতেই অনগ্রসর। প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায় সর্বত্রই। সকল ক্ষেত্রেই ভর্তি সমস্যা প্রকট। এই সমস্যা দূর করতে হলে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর যে নেই সে কথা আর বলার অবকাশ রাখে না।